দ্বীনি ইজতিমার বরকত

05-December-2024

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

সুন্নাতে ভরা বয়ান

(Bangla)

(for Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه
اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কেননা যতক্ষণ মসজিদে থাকবেন, ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে মনে রাখবেন! মসজিদে খাওয়া, পান করা, ঘুমানো বা সেহেরী, ইফতার করা এমনকি যমযমের পানি বা দম করা পানি পান করারও শরয়ীভাবে অনুমতি নেই, তবে যদি ইতিকাফের নিয়্যত করা হয় তবে এই সকল বিষয় জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র পানাহার বা ঘুমানোর জন্য করা উচিৎ নয় বরং এর উদ্দেশ্য যেনো আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টিরই হয়। "ফতোওয়ায়ে শামী"তে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে পানাহার বা ঘুমাতে চায় তবে তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ আল্লাহ পাকের যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে পানাহার বা ঘুমাতে পারেন)।

দরূদ শরীফফের ফযিলত

عَنْ اَبِي طَلْحَةَ الْاَنْصَارِيِّ قَالَ: اَصْبَحَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِهِ الْبِشْرُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ اَصْبَحْتَ الْيَوْمَ طَيِّبَ النَّفْسِ يُرَى فِي وَجْهِكَ الْبِشْرُ قَالَ اَجَلْ اَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ مَنْ صَلَّى عَلَيْكَ مِنْ اُمَّتِكَ صَلَاةً كَتَبَ اللهُ لَهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ وَمَحَا عَنْهُ عَشْرَ سَيِّئَاتٍ وَرَفَعَ لَهُ عَشْرَ دَرَجَاتٍ وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَهَا

হযরত আবু তালহা আনসারী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ বলেন: একবার সকালে আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী চেহারায় আনন্দের প্রভাব ছিলো। সাহাবায়ে কেরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন: আল্লাহ পাক বার্তা পাঠিয়েছেন: হে মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! আপনার যে উম্মত আপনার উপর একবার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, আমি তার জন্য দশটি নেকী লিখবো, তার দশটি গুনাহ ক্ষমা করবো, দশটি মর্যাদা বৃদ্ধি করবো এবং সেই পরিমাণ রহমত প্রেরণ করবো।

(মুসনদে আহমদ, খন্ড ৫, হাদিস: ১৬৩৫২,পৃঃ ৫০৯)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: اَفْضَلُ الْعَمَلِ اَلنِّيَّةُ الصَّادِقَةُ অর্থাৎ সত্য নিয়্যত সবচেয়ে উত্তম আমল। **(জামে সগির, ৮১ পৃ:, হাদিস: ১২৮৪)**

হে আশিকানে রাসূল! প্রতিটি কাজের পূর্বে ভালো ভালো নিয়্যত করার অভ্যাস গড়ুন কেননা ভালো নিয়্যত বান্দাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দেয়। বয়ান শ্রবণ করার পূর্বেও ভালো ভালো নিয়্যত করে নিন! যেমন নিয়্যত করুন!

★ ইলমে দ্বীন শিখার জন্য সম্পূর্ণ বয়ান শুনবো ★ আদব সহকারে বসবো ★ দো'জানো হয়ে বসবো ★ বয়ানের মাঝখানে অলসতা করা থেকে বেঁচে থাকবো ★ নিজের সংশোধনের জন্য বয়ান শুনবো ★ যা কিছু শুনবো অপরের নিকট পর্যন্ত পৌঁছে দেয়ার চেষ্টা করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমরা আশিকানে রাসূলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ইজতিমায় উপস্থিত হয়েছি। সপ্তাহিক ইজতিমা ১২ দ্বীনি কাজের মধ্যে অন্যতম দ্বীনি কাজ। শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যখন দাওয়াতে ইসলামির দ্বীনি কাজ শুরু করলেন তখন সর্বপ্রথম এই দ্বীনি কাজের মাধ্যমেই কাজের সূচনা করেছিলেন। আল্লাহ পাক এতে বরকত দান করেছেন। এই ইজতিমা বেড়েই চললো, اَلْحَمْدُ لِلّٰه পুরো বিশ্বে হাজার হাজার জায়গায় সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়। আল্লাহ পাকের দয়া ও অনুগ্রহে এই প্রথম দ্বীনি কাজ অর্থাৎ সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার অনেক বরকত রয়েছে। এই সপ্তাহিক ইজতিমার মাধ্যমে মাদানী কাফেলা তৈরী হয়েছে, এটার মাধ্যমেই মুবাল্লিগ তৈরী হয়েছে, এটার বরকতে দাওয়াতে ইসলামীর জনশক্তি গঠিত হয়েছে, অতঃপর اَلْحَمْدُ لِلّٰه এই দ্বীনি কাজ বৃদ্ধি পেতে পেতে আজ পুরো পৃথিবীতে পৌছে গেছে। ✸ দ্বীনি ইজতিমার গুরুত্ব (**Importance**) কি? ✸ এর ঐতিহাসিক মর্যাদা কি?

✸ এই ইজতিমার মাধ্যমে আমাদের কি কি দ্বীনি ও দুনিয়াবি (***Benefits***) উপকার সাধিত হয়? ✸ ইজতিমার ব্যাপারে আমাদের প্রিয় দ্বীন ইসলাম কি শিক্ষা দেয়? ইত্যাদি বিষয়ে আজ আমরা শ্রবণ করার সৌভাগ্য অর্জন করবো। আসুন! প্রথমে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এক খুব সুন্দর দ্বীনি ইজতিমার (দরসের হালকার) সুন্দর আলোচনা শুনি।

এক মনমোগ্ধকর দ্বীনি ইজতিমার সুন্দর আলোচনা

হাদিসে পাকের প্রসিদ্ধ কিতাব বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: মসজিদে নববী শরীফের একটি পবিত্র জায়গা ছিলো اَخْطَبُ الْاَنْبِيَا (অর্থাৎ নবীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় খতিব) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উপবিষ্ট ছিলেন, সাহাবায়ে কেরামগণও عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان উপস্থিত ছিলেন (আর একটি ইজতিমা বা হালকা আকারে দরস, বয়ান, যিকির আযকার ইত্যাদির ধারাবাহিকতা চলমান ছিলো)।

(!سُبْحَانَ لله কতইনা সুন্দর, অনন্য, ভালোবাসাপূর্ণ ঈমান উদ্দীপক দৃশ্য ছিলো....!!

যাইহোক! বর্ণানাকারী বলেন: নুরানী মাহফিল সজ্জিত ছিলো এরই মধ্যে ৩জন ব্যক্তি সেখান দিয়ে অতিক্রম করে যাচ্ছিলো,তারা যখন দেখলো যে, মসজিদে নববী শরীফে নুরানী মাহফিল চলমান রয়েছে, নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামদের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন, তখন তাদের মধ্যে হতে একজন তো আপন গন্তব্যে চলে গেলো, বাকি ২জন মসজিদে বসে গেলো, সেই ২জনের মধ্যে একজন খালি জায়গা দেখে সামনে অগ্রসর হয়ে সেখানে বসে গেলো, অপরজন কোন জায়গা পেলো না, যার কারণে তিনি সবার শেষে বসে গেলো।

যখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (দরস, বয়ান ইত্যাদি) থেকে অবসর হলেন, তখন ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাদেরকে ৩জন লোকের ব্যাপারে জানাবো না .... ? ✸ তাদের মধ্যে হতে একজন আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় নিলো তো আল্লাহ পাক তাকে আপন আশ্রয় দান করলেন। ✸ দ্বিতীয়জন লজ্জা করলো এই কারণে আল্লাহ পাকও লজ্জা করলেন ✸ আর তৃতীয়জন বিমুখ হলো তখন আল্লাহ পাকও তার থেকে বিমুখ হলেন। **(বুখারী, কিতাবুল ইলম, পৃ: ৯০, হাদিস: ৬৬)**

এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় ওলামায়ে কেরাম বলেন: এই হাদিসের সারাংশ হলো সেই ৩জন লোকের মধ্যে থেকে প্রথম সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সেই মুবারক মজলিস (অর্থাৎ মসজিদে নববী শরীফে সজ্জিত সেই পবিত্র মাহফিলে সামনের জায়গা অন্মেষণ করেছিলেন) সুতরাং আল্লাহ পাক তাঁকে তাঁর মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকটে জায়গা দান করলেন অথবা এই উদ্দেশ্য হতে পারে যে, সেই নেক আমলের বরকতে কিয়ামতের দিন তাঁকে আরশের নিচে জায়গা দান করা হবে। দ্বিতীয় সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে লজ্জা করেছিলেন যে, তিনি বয়ান করছেন,তাই তিনি পিছনে বসে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুন্দর সুন্দর বাণীগুলো শোনার মধ্যে মগ্ন হয়ে গেলেন) এই আদবের বরকতে আল্লাহ পাকও তাঁর প্রতি লজ্জা করলেন অর্থাৎ তাঁর উপর দয়া করলেন এবং গুনাহসমূহ ক্ষমা করে দিলেন। আর তৃতীয় ব্যক্তি (যে সম্ভবত মুনাফিক ছিলো) **(ফতহুল বারী, কিতাবুল ইলম, খন্ড ২, পৃ: ২০৭, হাদিস: ৬৬)** সে কোন ধরনের অক্ষমতা ছাড়াই বিমুখ হলো, এর পরিণাম এটা হলো যে, আল্লাহ পাক তার প্রতি বিমুখ হলো (অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করলেন)।

(উমদাতুল কারী, কিতাবুল ইলম, খন্ড ২, পৃ: ৪৭, হাদিস: ৬৬)

রেওয়ায়েত থেকে শিক্ষনীয় বিষয়

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই হাদিসে পাকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে, উদাহরণ স্বরুপ ✸ এই হাদিসে পাক থেকে জানা গেলো যে, মসজিদে দ্বীনি হালকা,মাহফিল বা ইজতিমার আয়োজন করা মুস্তাহাব তথা সাওয়াবের কাজ। ✸ এটাও জানা গেলো যে, এমন মজলিস (মাহফিল বা দ্বীনি ইজতিমা) যেখানে ইলমে দ্বীন শিখানো হচ্ছে, সেই মজলিসে উপস্থিত হওয়া ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হেফাজত ও তাঁর আশ্রয়ে চলে আসে, এবং সে হলো ঐ সৌভাগ্যবান যার জন্য ফেরেস্তা তাঁদের নিজেদের ডানা বিছিয়ে দেয়। **(উমদাতুল ক্বারী,খন্ড ২, পৃ: ৪৭, হাদিস: ৬৬)**

অন্য হাদিসে পাকে দ্বীনি ইজতিমা এবং ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর হালকা সংক্রান্ত আমাদেরকে আরো ৩টি গুরুত্বপূর্ণ আদব শিখানো হয়েছে।

(১) খালি জায়গা পূরণ করে নিন!

যখনই দ্বীনি ইজতিমা, মাহফিল বা ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর হালকায় উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়, তবে এটা চেষ্টা করা উচিত যে, যতটুকু সম্ভব মুবাল্লিগের নিকটবর্তী হয়ে বসুন যাতে তার কথা সহজে এবং মনোযোগ সহকারে শোনে বুঝা যায়। আর যদি ইজতিমায়, মাহফিলে, দ্বীনি হালকায় জায়গা খালি থাকে তবে তা পূরণ করে নেওয়া উচিত। দেখুন! প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নুরানী মাহফিলে আগত এক সাহাবী رَضِیَ اللهُ عَنْهُ যখন দেখলেন যে, অমুক জায়গাটি খালি তখন তিনি সেখানে গিয়ে বসলেন। এই ব্যাপারে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ

করলেন: اٰوٰی اِلَی اللّٰہِ فَاٰوٰہُ اللّٰہُ অর্থাৎ সে আল্লাহ পাকের নিকট আশ্রয় চাইলো,আল্লাহ পাক তাঁকে নিজের আশ্রয় দান করলেন।

سُبْحٰنَ اللّٰہ আমাদেরও উচিত যে, ★ যখনই দ্বীনি ইজতিমায়, মাহফিলে, ইলমে দ্বীনের হালকায় উপস্থিত হবো তখন বিক্ষিপ্ত হয়ে বসবো না বরং যেখানে জায়গা খালি থাকবে, উঠে, হেঁটে, সামনে অগ্রসর হয়ে যদি আমরা সেই জায়গাটি পূরণ করতে পারি তবে পূরণ করে নিবো। বিক্ষিপ্ত হয়ে বসার ক্ষেত্রে সম্ভাবনা রয়েছে যে, এর ফলশ্রুতিতে অন্তর দূরবর্তী হয়ে যাবে। মিলেমিশে, কাছাকাছি হয়ে বসলে اِنْ شَآءَ اللّٰہ এর বরকতও পাওয়া যাবে। ইলমের যেই কথাগুলো বয়ান করা হচ্ছে, তা শোনার ও বুঝার ক্ষেত্রে সহজ হবে।

(২) যেখানে জায়গা পান সেখানেই বসে যান!

এই হাদিসে পাকের মাধ্যমে ধর্মিয় সমাবেশ বা মাহফিল ইত্যাদির দ্বিতীয় আদবের এই শিক্ষা পাওয়া যায় যে, যখন আমরা ইজতিমা বা মাহফিলে পৌছবো, যদি ঐ সময় সামনে জায়গা না থাকে তবে মঞ্চের (***Stage***) নিকটে বসার লোভে অন্যের গর্দান টপকিয়ে যাওয়ার পরিবর্তে যেখানে জায়গা পাওয়া সেখানেই বসে যাওয়া উচিত। যদি গর্দান টপকিয়ে যাই, ধাক্কা দিয়ে সামনে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন তবে এর দ্বারা এক তো মুসলমানদের কষ্ট দেওয়ার মারাত্মক সম্ভাবনা রয়েছে। দ্বিতীয়ত ইজতিমা বা মাহফিলের পরিবেশ বিনষ্ট হতে পারে। এই কারণে যেখানে জায়গা পাওয়া যায় শান্তভাবে সেখানে বসে যান। দেখুন! এই সাহাবী رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ যিনি নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মাহফিলে সামনে জায়গা না পাওয়ায় লজ্জা পেয়ে পিছনে বসে গেলেন, এতে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

বললেন: সে লজ্জা করলো সুতরাং আল্লাহ পাকও তাঁর প্রতি লজ্জা করলেন (অর্থাৎ তাঁর উপর দয়া করলেন এবং তাঁকে ক্ষমা করে দিলেন)

(৩) দ্বীনি ইজতিমার প্রতি আগ্রহ রাখুন!

প্রিয় ইসলামি ভাইয়েরা! একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা আমরা এই হাদিসে পাক থেকে শিখেছি, আর সেটা হলো নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়ার মাহফিলের পাশ দিয়ে অতিক্রমকারী তিন ব্যক্তি ছিলো, তাদের মধ্যে ২জন তো রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে এসে বসে গেলো, কিন্তু এক ব্যক্তি যে সম্ভবত মুনাফিক ছিলো, সে নিরুপায়ও ছিলো না, তার কোন অক্ষমতাও ছিলো না, এতদসত্বেও সে বারেগাহে রেসালতে, দয়ার মাহফিলে, ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানোর মজলিসে বসাটা সমীচিন মনে করলো না, তাই এরই পরিপ্রেক্ষিতে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: اَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ সে বিমুখ হলো তাই আল্লাহ পাকও তার থেকে বিমুখ হয়ে গেলেন।

আল্লাহ! আল্লাহ! প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতে আমাদের জন্য রয়েছে শিক্ষা.....!! কখনো কখনো মনে ধারণা আসে যে, সপ্তাহিক ইজতিমায় যাওয়া, শবে বরাতের ইজতিমা, শবে মেরাজের ইজতিমা বা অন্যান্য ফযিলত মন্ডিত রাতের ইজতিমায় যাওয়াটা কোন ফরজ বা ওয়াজিব নয় ....!! অতএব না গেলেও কোন অসুবিধা নেই।

এটা হলো একটা শয়তানী আক্রমণ। মনে রাখবেন! এখানে ২টি বিষয় রয়েছে: একটা হলো কোন আমলের কঠোরতা (***Severity*** উদাহরণ স্বরুপ গুনাহ ও হারাম হওয়া ইত্যাদি) আরেকটা হলো ঐ আমলের ফলাফল। এই দুইটির মধ্যে কখনো কখনো পার্থক্য (***Difference***) হয়ে

থাকে। এখন দেখুন! দ্বীনি ইজতিমা, যেখানে আল্লাহ ও রাসূলের কথা শোনা ও শোনানো হয়। ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানো হয়। চরিত্র ও আদর্শের সংশোধন করা হয়। কবর ও আখিরাতের স্মরণ করা হয়। আল্লাহ পাকের ভালোবাসা ও ইশকে রাসূলের আলোচনা হয়। এমন মাহফিলে ও দ্বীনি ইজতিমায় যাওয়াটা যদিও ফরজ ওয়াজিব নয়, যদি কেউ এমন দ্বীনি ইজতিমায় অংশ গ্রহন না করে যদিওবা তাকে গুনাহগার বলা যাবে না কিন্তু এর পরিণামের দিকে একটু চিন্তা করুন! যে ব্যক্তি হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক মাহফিলে কোন অক্ষমতা ছাড়াই অংশ গ্রহন করেনি, সেটা থেকে বিমুখ হয়ে চলে গেলো, নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: اَعْرَضَ فَاَعْرَضَ اللهُ عَنْهُ সে বিমুখ হলো সুতরাং আল্লাহ পাকও তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন।

এটাই হলো দ্বীনি ইজতিমা থেকে বিমুখ হওয়ার পরিণাম....!! আল্লামা বদর উদ্দিন আইনী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এর মাধ্যমে জানা গেলো! যে আলিমে দ্বীনের খেদমতে উপস্থিত (অর্থাৎ ইলমে দ্বীনের হালকা) থেকে বিমুখ হয়,আল্লাহ পাকও তার থেকে বিমুখ হয়ে যান, (অর্থাৎ তার উপর দয়া করেন না)। **(উমদাতুল কারী, কিতাবুল ইলম, খন্ড ২, পৃ: ৪৭, হাদিস: ৬৬)** এই কারণে কখনোই দ্বীনি ইজতিমা থেকে বিমুখ হবেন না। বিমুখ হওয়ার অর্থ হলো কোন জিনিস থেকে অন্তরকে ফিরিয়ে নেওয়া।

(তাফসীরে বাহরুল মুহিত, পারা ১, সূরা বাকারা, আয়াতের পাদটীকা: ৮৩-৮৬, ১ম খন্ড, পৃ: ৪০৯)

কখনো কখনো এমন হয়ে যায় যে, দ্বীনি ইজতিমা হচ্ছে, আল্লাহ ও রাসূলের আলোচনা হবে, ইলমে দ্বীন শিখা ও শিখানো হবে,তখন মানুষের অন্তর আগ্রহী হয় যে, আমিও ইজতিমায় অংশগ্রহন করবো কিন্তু নিরুপায় হয়ে যায়, কোন অপারগতা এসে যায়, যার কারণে মানুষ ইজতিমায়

অংশগ্রহন করতে পারে না, এটা হলো ভিন্ন কথা কিন্তু দ্বীনি ইজতিমা থেকে অন্তরই ফিরিয়ে নেওয়া অথচ অন্তর ফিরিয়ে নেওয়ার কোন শরয়ী অক্ষমতা নেই, এটা ভয়ানক বিষয়, যদিও সেটাকে গুনাহ ও হারাম বলা যাবে না, তবে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত হবে অবশ্যই।

আল্লাহ পাকের যিকির থেকে বিমুখ হওয়ার কুফল

আল্লাহ পাক কুরআনুল করীমে ইরশাদ করেন:

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِیْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِیْشَةً ضَنْكًا

(পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াত: ১২৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ : এবং যে আমার স্মরণ থেকে বিমুখ হয়, তবে তার জন্য রয়েছে সংকুচিত জীবন।

এক অভিমত অনুসারে এই আয়াতে করীমায় ذِكْرِ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো আহবানকারী অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদানকারী এবং আল্লাহ পাকের ইবাদতের দিকে আহবানকারী। **(তাফসীরে বায়যাবী, পারা: ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াতের পাদটীকা: ১২৪, খন্ড ৪, পৃ: ৭৫, দারুল ফিকির পিডিএফ)** তার মানে এটা হবে যে, যিনি আহবানকারী অর্থাৎ নেকীর দাওয়াত প্রদানকারীর প্রতি বিমুখ হবে, তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তার জন্য সংকুচিত জীবন। তাফসীরে সীরাতুল জিনানে রয়েছে: (এক অভিমত অনুসারে) এখানে সংকুচিত জীবন দ্বারা উদ্দেশ্য হলো দুনিয়ার সংকুচিত জীবন আর সেটা হলো বান্দা হিদায়তের অনুসরণ না করা, মন্দ আমল ও হারাম কাজে সম্পৃক্ত থাকা, অল্পে তুষ্ট হওয়া থেকে বঞ্চিত হয়ে লোভ লালসায় আচ্ছন্ন হয়ে যাওয়া, অধিক ধন - সম্পদ থাকা সত্বেও তার প্রশান্তি নসিব না হওয়া। **(তাফসীরে সীরাতুল জিনান, পারা ১৬, সূরা ত্বহা, আয়াতের পাদটীকা: ১২৪, খন্ড ৬, পৃ: ২৬১, সামান্য রুপান্তর সহকারে)**

এটাই হলো সংকুচিত জীবন...!! আর এটা কার জন্য ? যে যিকির থেকে, নেকীর দিকে আহবানকারী থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়।

দ্বীনি ইজতিমায় আসতে থাকুন!

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক নেক কাজের প্রতি আগ্রহ (***Inclination***) দান করলে, দ্বীনি ইজতিমায় অংশ গ্রহন করার তাওফিক দান করেন তো এর উপর আল্লাহ পাকের শোকরিয়া আদায় করা উচিত এবং ধারাবাহিকতার সাথে সেই নেক কাজ করতে থাকা উচিত, এর অনেক বরকত রয়েছে উদাহরণস্বরুপ ✻ এই নেক কাজের বরকতে আল্লাহ ও রাসূলের ভালোবাসা নসিব হয়। নেকীর প্রতি আগ্রহ পাওয়া যায় ✻ গুনাহের প্রতি ঘৃণা জাগ্রত হয় ✻ একে অপরের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় ✻ পরস্পরের সাথে কথা বলার সুযোগ হয় ✻ যেটার ফলে অভিযোগ ও খারাপ ধারণা ইত্যাদি দূর হয়ে যায় ✻ ইলমে দ্বীন শিখা যায়, আখিরাতের চিন্তা নসিব হয় ✻ আল্লাহ পাকের ভয়ে কান্না করা নসিব হয় ✻ তাওবা করার তাওফিকও লাভ হয় ✻ মোটকথা দ্বীনি ইজতিমা, দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত থাকা ✻ নেকীর উপর স্থায়িত্ব পাওয়া এবং দ্বীনি কাজের দরদ লাভের সর্বোত্তম মাধ্যম।

আম্বিয়ায়ে কেরাম ও সম্মিলিত নেকীর দাওয়াত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! تَذْكِيْر অর্থাৎ ওয়াজ নসিহত করা শরীয়তের চাহিদা। কুরআনুল করীমের যেই মৌলিক (**Main**) বিষয়াবলি, তার মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো (ওয়াজ নসিহত)। আম্বিয়ায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام, সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, আউলিয়ায়ে কেরাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ এই تَذْكِيْر অর্থাৎ (ওয়াজ নসিহত) এর জন্য যেই ধরন অবলম্বন

করেছেন, সেগুলোর মধ্যে হতে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও খুব বেশি হৃদয়ে প্রভাব বিস্তারকারী এবং সমাজ পরিবর্তনকারী ধরন হলো দ্বীনি ইজতিমা। আম্বিয়ায়ে কেরামগনের عَلَيْهِمُ السَّلَام ব্যাপারে রেওয়ায়েত রয়েছে যে, এই উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইজতিমার আয়োজন করতেন, লোকদেরকে সমবেত করতেন, তাদেরকে ওয়াজ ও নসিহত করতেন এবং সম্মিলিতভাবে নেকীর দাওয়াত দিতেন। হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام বিভিন্ন সময় বনি ইসরাইলকে সমবেত করে যে খুতবা দিয়েছেন অর্থাৎ বয়ান করেছেন, সেই বয়ান সমূহের বিষয়াবলি রেওয়ায়েতে বিদ্যমান রয়েছে। হযরত যাকারিয়া عَلَيْهِ السَّلَام লোককদেরকে সমবেত করে ওয়াজ নসিহত করতেন। হযরত সুলাইমান عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে বর্ণিত রয়েছে, তিনিও ইজতিমার আয়োজন করতেন। হযরত দাউদ عَلَيْهِ السَّلَام এর ব্যাপারে এতটুকু পর্যন্ত বর্ণনা রয়েছে যে, তিনি ইজতিমার আয়োজন করতেন এবং আল্লাহ পাকের ভয়ে এতো পরিমাণ কান্না করতেন যে, পুরো ইজতিমায় আবেগময় পরিবেশ সৃষ্টি হয়ে যেতো। তাঁর ইজতিমায় আল্লাহ পাকের ভয়ের আধিক্যতার কারণে অনেক লোকের রুহ বের হয়ে যেতো, এমন আকর্ষণীয় (**Impressive**) ইজতিমা হতো। একইভাবে হযরত নুহ عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত সালেহ عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত হুদ عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত শোয়াইব عَلَيْهِ السَّلَام আপন আপন সম্প্রদায়কে সম্মিলিতভাবে নেকীর দাওয়াত দিতেন, তাদেরকে ওয়াজ নসিহত করতেন, সেই সকল বয়ানের বিষয়বস্তু কুরআনুল করীমে উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা মানব ইতিহাস দ্বীনি ইজতিমায় সমৃদ্ধ, সম্ভবত এমন কোন যুগ অতিবাহিত হয়নি, যেটাতে দ্বীনি ইজতিমার আয়োজন হয়নি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের গুরুত্ব ও মর্যাদার ভিত্তিতে মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ইজতিমা বিদায় হজ্বের মাধ্যমে হয়েছে, এতে খতিব (বক্তা) ছিলেন আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم। আর সেই বক্তৃতার শ্রোতা ছিলেন সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان। আর রেওয়ায়েত অনুসারে সেই ইজতিমায় হযরত মূসা عَلَيْهِ السَّلَام, হযরত খিযির عَلَيْهِ السَّلَام এবং ইলইয়াস عَلَيْهِ السَّلَامও উপস্থিত ছিলেন। এটা হলো মানব ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ইজতিমা, যেখানে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বিদায়ী খুতবা দিয়েছেন। এটা হলো সেই শ্রেষ্ঠ খুতবা যেই খুতবা মানব ইতিহাসে না এর পূর্বে কখনো দেওয়া হয়েছে আর না এর পরে আর কখনো দেওয়া হবে।

মোটকথা হলো দ্বীনি ইজতিমার আয়োজন করা, ঐ ধরনের ওয়াজ নসিহত করা, লোকদেরকে দ্বীনি কথা বলা, আখিরাতের চিন্তা, আল্লাহর ভয়, কবর ও হাশর এবং অন্যান্য সংশোধন মূলক বিষয়াবলির উপর বয়ান করা, মিলেমিশে ইজতিমার আয়োজন করে আল্লাহর যিকির করা, দোয়া করা, প্রত্যেক যুগে ঈমানদ্বারদের আমল ছিলো, আর এটা হলো সর্বোত্তম ইবাদত। হাদিসে পাকে এর অনেক ফযিলত বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কথা চয়নকারী

নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন কিছু লোক এমন হবে,যারা না নবী হবে, না শহীদ, কিন্তু তাদের চেহারার নুর প্রত্যক্ষকারীদের দৃষ্টি অবাক করবে, আম্বিয়ায়ে কেরাম ও শহীদগণ তাদের মর্যাদা এবং আল্লাহ পাকের নৈকট্যতা দেখে আনন্দিত হবেন। সাহাবায়ে

কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরজ করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এরা কারা? ইরশাদ করলেন: তারা বিভিন্ন গোত্রের (**Tribes**) এবং বস্তীর লোক হবে, যারা দুনিয়াতে আল্লাহ পাকের স্মরণের জন্য সমবেত হতো এবং পবিত্র কথা সমূহ এইভাবে চয়ন করতো যেভাবে খেজুর ভক্ষণকারী সর্বোত্তম খেজুর নির্বাচন করে থাকে।

(আত্তারগীব ওয়াত্তারহীব, খন্ড ২য়, পৃ: ২৫২, হাদিস: ২৩৩৪)

পাশে বসা ব্যক্তিও দূর্ভাগা থাকে না

সাহাবিয়ে রাসূল হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا বলেন: একদিন নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন, ঐ সময় হযরত আব্দুল্লাহ বিন রাওয়াহা رَضِیَ اللهُ عَنْهُ সাহাবায়ে কেরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان এর মাঝে বয়ান করছিলেন। নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এটা দেখে খুশি হয়ে ইরশাদ করলেন: যখন তোমাদের কোন দল বসে তখন তাদের সাথে তত সংখ্যক ফেরেশতাও বসে যায়। যদি তোমাদের দল سُبْحٰنَ الله বলে তখন ফেরেশতাও سُبْحٰنَ الله বলে। যদি তোমাদের দল اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, তখন ফেরেশতাও اَلْحَمْدُ لِلّٰه বলে, আর যদি তোমরা اَللهُ اَكْبَرُ বলো তখন ফেরেশতাও اَللهُ اَكْبَرُ বলে। এরপর ঐ ফেরেশতা তাঁর প্রতিপালকের দরবারে হাজির হয়ে যায়, অথচ আল্লাহ পাক তাদের চেয়ে অধিক জানেন। ফেরেশতা আরজ করেন : হে আমাদের রব! তোমার বান্দা তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করেছে, তখন আমরাও তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করেছিলাম। তারা তোমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছে, তখন আমরাও তোমার বড়ত্ব বর্ণনা করেছি। তারা তোমার প্রশংসা করেছে, তখন আমরাও তোমার প্রশংসা করেছি। এতে আল্লাহ পাক

ইরশাদ করেন: হে ফেরেশতারা! সাক্ষী হয়ে যাও....!! আমি তাদেরকে ক্ষমা করে দিলাম। ফেরেশতারা আরজ করেন, তাদের মধ্যে অমুক বান্দা অনেক বড় গুনাহগার। আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন : তারা (অর্থাৎ আল্লাহ পাকের যিকিরের জন্য দ্বীনি ইজতিমার আয়োজনকারীরা) এমন সম্প্রদায় যাদের পাশে বসা ব্যক্তিও দূর্ভাগা থাকে না।

(মাজমাউল বাহরাইন, খন্ড ৪, বাবু মজলিসি যিকরিল্লাহ, হাদিস: ৪৫২০,পৃ: ১৯২)

سُبْحٰنَ الله প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অনুমান করুন ! দ্বীনি ইজতিমা কেমন বরকতময়....!!যে এই দ্বীনি ইজতিমায় আসে, তার নিজের কেমন মর্যাদা হবে ...!! যে সামান্য সময়ের জন্য সৌভাগ্যবানদের সাথে বসে যায়, সেও বঞ্চিত হয় না। মনে রাখবেন! الله هُو এবং حق هُو এর যিকিরের যরব (আঘাত) লাগানো নিঃসন্দেহে যিকির, তবে তিলাওয়াতে কুরআন, হামদ সানা, মুনাজাত, ও দোয়া, দরুদ ও সালাম, নাত, মানকাবাত, খুতবা, দরস, সুন্নাতে ভরা বয়ান ইত্যাদিও আল্লাহর যিকিরের মধ্যে অর্ন্তভূক্ত। সুতরাং দাওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা ইজতিমাতেও যিকিরের হালকা রয়েছে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দ্বীনি ইজতিমার দ্বীনি ও দুনিয়াবী উপকার

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমাদের দ্বীনি ইজতিমা (উদাহরণস্বরূপ সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা, শবে বরাত, শবে মেরাজ, শবে কদর ইত্যাদি ও অন্যান্য ফযিলত মন্ডিত রাতের ইজতিমায়, সম্মিলিতভাবে মাদানী মুযাকারা ইত্যাদি) তে অংশগ্রহন করতে থাকা উচিত। এর অনেক বরকত রয়েছে। দ্বীনি ইজতিমার ঐ বরকত যা হাদিস শরীফের মধ্যে বর্ণিত

হয়েছে এবং বর্তমান যুগে বৈজ্ঞানিক গবেষণা (**Scientific Researches**) যা এই ব্যাপারে হয়েছে, এর সারাংশ উপস্থাপন করছি; শুনুন! আর আন্দোলিত হোন!

হাদিস শরীফ অনুসারে যিকিরের মজলিস (অর্থাৎ দ্বীনি ইজতিমায়) আগত লোকদের জন্য ফেরেশতারা তাদের ডানা বিছিয়ে দেন ✦ তাদের উপর প্রশান্তি বর্ষণ করা হয় ✦ তাদেরকে রহমত ঢেকে নেয়। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, হাদিস: ২৭০০, পৃ: ১০৩৯)** ✦ তাদের জন্য ক্ষমার সুসংবাদ রয়েছে। তাদের গুনাহ সমূহকে নেকীতে পরিবর্তন (**Replace**) করে দেয়া হয় **(মু'জামে কবির, খন্ড: ৩, পৃ: ৫৪৬, হাদিস: ৫৯০৭)** ✦ যিকিরের মজলিস (অর্থাৎ দ্বীনি ইজতিমা) এর গণিমত হলো জান্নাত **(মুসনদে ইমাম আহমদ, খন্ড ৩, পৃ: ৫৭৩, হাদিস: ৬৮১১)** ✦ দ্বীনি ইজতিমাকে জান্নাতের বাগান বলা হয়েছে **(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত, ৮৫ পৃ:, পৃ: ৮০৪, হাদিস: ৩৫১০)** ✦ আল্লাহ পাক যিকিরের মজলিসে আসা ব্যক্তিদের নিয়ে গর্ব করেন। **(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু ফাদলিল ইজতিমা, পৃ: ১০৩০, হাদিস: ২৭০১)** ✦ এবং ফেরেশতাদের সামনে তাদের সুনাম করেন

(মুসলিম, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, বাবু ফাদলিল ইজতিমা, পৃ: ১০৩৯, হাদিস: ২৭০০)

এগুলো ছিলো সেই বরকত যেগুলো হাদিসে পাকে বর্ণিত হয়েছে, এছাড়া ★ দ্বীনি ইজতিমার বরকতে আল্লাহ পাকের নৈকট্য লাভ হয় ★ উদাসিনতা দূর হয় ★ নেকী এবং কল্যাণের উপর একে অপরের উপর সাহায্য করা নসিব হয় ★ দ্বীনি ইজতিমার বরকতে ঈমান মজবুদ হয় ★ উভয় জগতের কল্যাণ পাওয়া যায় ★ সমাজ সংশোধন হয় ★ পরস্পরের মাঝে ভালোবাসা, ঐক্যমতের দৌলত নসিব হয় ★ এর বরকতে চরিত্র সুন্দর হয় ★ কাজে উন্নতি হয় ★ জ্ঞান বৃদ্ধি পায় ★ সোশ্যাল লাইফ অর্থাৎ সমাজে থাকা এবং জীবন অতিবাহিত করার অভিজ্ঞতা (**Experience**) বাড়ে ★ বিভিন্ন গবেষণার রিপোর্ট অনুসারে

ধর্মীয় লোক (**Religious People**) (যারা জুমার নামাযের জামআতে ও অন্যান্য দ্বীনি ইজতিমায় অংশগ্রহন করতে থাকে, তারা) অন্যান্য ধর্মীয় লোকদের তুলনায় মানসিক সমস্যার (**Psychological Problems**) শিকার কম হয় ★ হতাশা যেটা বর্তমানে এক বড় সমস্যা, উচ্চ রক্ত চাপ, কিডনি রোগ (**KidneyDiseases**) এবং হার্ট এ্যাটাক ইত্যাদি এর একটি বড় কারণ হলো ডিপ্রেশন তথা দূশ্চিন্তা। এক গবেষণার রিপোর্ট অনুসারে ধর্মীয় লোক (যারা ইজতিমায় অংশ গ্রহন করে, তারা) ডিপ্রেশন থেকে অনেকটুকু নিরাপদ থাকে ★ যেহেতু এরা অন্যের দুঃখ বেদনা সম্পর্কে অবহিত থাকে ★ সুতরাং তাদের মাঝে নেকী, কল্যাণ, হিতাকাঙ্গিতা, সৃষ্টির সেবা (**Social Welfare**) ইত্যাদির স্পৃহা বেশি পাওয়া যায়। বর্তমানে পৃথিবীতে একটি বড় সমস্যা হলো আত্মহত্যা (**Suicide**), আত্মহত্যার ঘটনা দিনের পর দিন বেড়েই চলেছে এই অপরাধের (**Crime**) প্রতিবন্ধকতার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো দ্বীনি ইজতিমা, আসলে যে ব্যক্তি তার জীবনে নিরাশ হয়ে যায়, যার মনে হয় যে, তার জীবনে কিছুই রাখা হয়নি, আমার জন্য সব দরজা বন্ধ, সব রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে, সে আত্মহত্যার পথ বেচে নেয়, দ্বীনি ইজতিমার উপকার এটা হয় যে, এর বরকতে চিন্তা সচল হয়, জীবনের নতুন নতুন রাস্তা সামনে আসে ★ জীবনের একটি উদ্দেশ্য পাওয়া যায়, ভালো, উত্তম নেককার লোকদের সাথে মেলামেশা করার বরকতে অন্তরের বোঝা হালকা হয় ★ দুঃখ ও পেরেশানীর সম্মুখিন হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়তা পাওয়া যায় ★ এমনিভাবে সেই ব্যক্তি যে জীবন থেকে হতাশা হয়ে গেছে, সে জীবন অতিবাহিত করার নতুন আশা ও প্রেরণা মিলে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দাওয়াতে ইসলামী ও দ্বীনি ইজতিমা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চিন্তা করুন! দ্বীনি ইজতিমার কেমন বরকত রয়েছে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের দ্বীনি সংগঠন দাওয়াতে ইসলামী যেটা সারা বিশ্বে নেকীর দাওয়াত প্রসার করার সৌভাগ্য লাভ করছে। বর্তমান যুগে দ্বীনি ইজতিমাকে উন্নতি করতে এবং সেটাকে একটি নিয়মতান্ত্রিকভাবে (**Organized Way**) চালাতে দাওয়াতে ইসলামী অনন্য ভুমিকা পালন করছে اَلْحَمْدُ لِلّٰه! দাওয়াতে ইসলামীর পরিচালনায় সারা বিশ্বে হাজার হাজার জায়গায় সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমা অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে লক্ষ লক্ষ মুসলমান অংশগ্রহন করে বরকত লাভ করে ✸ হাজার হাজার জায়গায় ইসলামী বোনদের সপ্তাহিক ইজতিমাও হয়ে থাকে ✸ এছাড়া জশনে বেলাদ শরীফ উপলক্ষে ১২ রবিউল আউয়াল শরীফের ইজতিমা ✸ বড় গিয়ারভী শরীফ ✸ শবে মেরাজ ✸ শবে বরাত ✸ শবে কদর ইজতিমাও হয়ে থাকে, যেখানে হাজার হাজার নয় লাখ লাখ ইসলামী ভাই অংশগ্রহন করে এবং বরকত অর্জন করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সপ্তাহিক ইজতিমার রুটিন এবং এর বরকত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার মৌলিকভাবে তিনটি পর্ব রয়েছে, প্রথম পর্ব মাগরিব থেকে এশা (এর সময় ২ ঘন্টা), দ্বিতীয় পর্ব ইশার নামায থেকে বিশ্রামের বিরতি পর্যন্ত, এবং তৃতীয় পর্ব তাহাজ্জুদ থেকে ইশরাক ও চাশতের পর সালাতু সালাম পর্যন্ত হয়ে থাকে।

সপ্তাহিক ইজতিমায়ে পাকে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ এই তিন অধিবেশনে অংশগ্রহনের বরকতে আমরা অনেক ফযিলতের অধিকারী হতে পারি, উদাহরণস্বরুপ (সপ্তাহিক ইজতিমার সবচেয়ে প্রথম ও অন্যতম বরকত হলো এটাই যে, এর মাধ্যমে আমরা জামআত সহকারে নামায পড়ার সৌভাগ্য লাভ করি। অতঃপর কুরআনে পাকের তিলাওয়াতের মাধ্যমে ইজতিমার সূচনা হয়, অতএব এইভাবে আমরা কুরআনে পাকের তিলাওয়াত শোনার সৌভাগ্য লাভ করি। এরপর নাত শরীফ পড়া ও শোনা হয়, এরপর সুন্নাতে ভরা বয়ান হয়, অতঃপর ইজতিমায় ৬টি দরুদে পাক এবং দোয়াও পড়ানো হয়, এইভাবে দরুদে পাকের ফযিলত ও বরকত লাভ হয়। সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার এক বিশেষ ধারাবাহিকতা হলো আল্লাহ পাকের যিকির, এরপর হৃদয়গ্রাহী দোয়াও করা হয়, যেটার বরকতে জানি না কত লোকের শূন্য ঝুলিগুলো তাদের নেক উদ্দেশ্য দ্বারা ভরে থাকে।

এই সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতের একটি সামান্য ঝলক আপনাদের সামনে উপস্থাপন করা হলো। যদি মনোযোগ দেন তবে এগুলো ছাড়াও অসংখ্য ফযিলত ও বরকত এই ইজতিমার মাধ্যমে আমরা লাভ করে থাকি। সুতরাং আজ নিজের সুস্থতা (**Health**) ও জীবনকে গণিমত মনে করে, পরকালের প্রস্তুতির জন্য সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিজের অংশগ্রহনকে আবশ্যক করে নিন! এবং অন্যান্যদেরকেও এর দাওয়াত দিয়ে সাথে নিয়ে আসার চেষ্টা করুন। হাদিসে পাক অনুসারে ভালো মুসলমান হলো সে, যে নিজের জন্য যা পছন্দ করে তা অপরের জন্যও পছন্দ করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পাগড়ি পরিধানের সুন্নাত ও আদব

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসুন! শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" থেকে পাগড়ি পরিধানের সুন্নাত ও আদব শ্রবণ করি: প্রথমে দুটি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী লক্ষ্য করুন: (১) ইরশাদ করেন: পাগড়ি সহকারে দুই রাকাত নামায পাগড়ি বিহীন সত্তর (৭০) রাকাতের চেয়ে উত্তম। **(আল ফিরদৌস বিমা'সুরিল খত্তাব, ২/২৬৫, হাদিস: ৩২৩৩)** (২) পাগড়ি হলো আরবদের মুকুট, সুতরাং পাগড়ি পরিধান করো, তোমাদের মর্যাদা বাড়বে এবং যে পাগড়ি পরিধান করবে তার জন্য প্রতিটি প্যাঁচের বিনিময়ে একটি করে নেকী রয়েছে। **(কানযুল উম্মাল, ১৫/১৩৩, সংখ্যা: ৪১১৩৮)** "বাহারে শরীয়ত" ৩য় খন্ড, ৬৬০ পৃষ্ঠায় রয়েছে: পাগড়ি দাঁড়িয়ে আর পায়জামা বসে পরিধান করুন, যে এর বিপরীত করলো (অর্থাৎ পাগড়ি বসে আর পায়জামা দাঁড়িয়ে পরিধান করলো) সে এমন রোগে আক্রান্ত হবে যার কোন চিকিৎসা নেই। নবী করিম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পাগড়ি শরীফ অধিকাংশ সাদা, কখনো কালো আর কখনো সবুজ হতো। **(কাশফুল ইলতিবাস ফি ইসতিহবাবিল লিবাস, লিশ শায়খ আব্দুল হক দেহলভী, ৩৮ পৃ:)**

ঘোষণা

পাগড়ি পরিধান করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব তরবিয়তী হালকায় বলা হবে, সুতরাং সেগুলোর জানার জন্য তরবিয়তি হালকায় অবশ্যই অংশগ্রহন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

(১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ الْعَالِي الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **রাসূলে পাক** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৫১ পৃষ্ঠা)

(২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ৬৫ পৃষ্ঠা)

(৩) রহমতের ৭০টি দরজা

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। **(আল কুউলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)**

(৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। **(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, ১৪৯ পৃষ্ঠা)**

(৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِیَ اللهُ عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে, এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে। **(আল কুউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)**

(৬) দরূদে শাফায়াত

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়। **(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, ২/৩২৯, হাদীস ৩০)**

(১) এক হাজার দিনের নেকী

جَزَى اللهُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَاهُوَ اَهْلُهٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: এ দোয়া পাঠকারীর জন্য সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন। **(মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, ১০/২৫৪, হাদীস ১৭৩০৫)**

(২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে, সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো।

(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللهُ الْحَلِيْمُ الْكَرِيْمُ سُبْحَانَ اللهِ رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ পাক** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ পাক** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের **মালিক** ও **প্রতিপালক**।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সাপ্তাহিক ইজতিমার হালকার সিডিউল ০৫ ডিসেম্বর ২০২৪ইং

(১) সুন্নাত ও আদব শিখা: ৫ মিনিট (২) দোয়া মুখস্ত করানো ৫ মিনিট,
(৩) যাচাই: ৫ মিনিট, সর্বমোট ১৫ মিনিট

পাগড়ি পরিধান করার অবশিষ্ট সুন্নাত ও আদব

পাগড়ির শিমলার বা প্রান্তের পরিমাণ কমপক্ষে চার আঙ্গুল, বেশি থেকে বেশি (পিঠের অর্ধেক পর্যন্ত) অর্থাৎ এক হাত **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮২)** মধ্যমা আঙ্গুল থেকে কুনুই পর্যন্ত পরিমাপকে এক হাত বলা হয়। কিবলামুখি হয়ে দাড়িয়ে পাগড়ি পরিধান করবেন। **(কাশফুল ইলতিবাস, ৩৮ পৃ:)** পাগড়ির মধ্যে সুন্নাত হলো আড়াই গজের কম যেনো না হয়, ছয় গজের বেশি যেনো না হয় আর সেটার বাঁধা যেনো গম্বুজের মতো হয়। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২২/১৮৬)** ডাক্তারী গবেষণা মতে মাথা ব্যাথার জন্য পাগড়ি পরিধান করা খুবই উপকারী। পাগড়ি পরিধানের মাধ্যমে মস্তিস্কে শক্তি যোগায় এবং স্মরণশক্তি বৃদ্ধি পায় ✹ পাগড়ি বাঁধার ফলে দীর্ঘস্থায়ী সর্দি হয় না বা হলেও তার প্রভাব কম হয় ✹ পাগড়ির শিমলা দেহের নিম্ন ভাগের অর্ধাঙ্গ রোগ থেকে রক্ষা করে, কেননা পাগড়ির শিমলা হারাম মজ্জাকে মৌসুমী প্রভাব যেমন ঠান্ডা, গরম ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। পাগড়ির ফযিলত ও উপকারীতার ব্যাপারে আরো বিস্তারিত জানার জন্য শায়খে তরিকত আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর পুস্তিকা "১৬৩ মাদানী ফুল" অধ্যয়ন করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আগুণে জ্বলে গেলে পড়ার দোয়া

দাওয়াতে ইসলামীর সপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শিডিউল অনুসারে "আগুণে জ্বলে গেলে পড়ার দোয়া" মুখস্থ করানো হবে। দোয়াটি হলো:

اَذْهِبِ الْبَاْسَ رَبَّ النَّاسِ اِشْفِ اَنْتَ الشَّافِيْ لَا شَافِيْ اِلَّا اَنْتَ

(সুনানে কুবরা, ৬/২৫৪, হাদিস: ১০৮৬৪)

অনুবাদ: হে সকল মানুষের প্রতিপালক! কষ্ট দূর করে দাও, আরোগ্য দান করো, তুমিই আরোগ্যদানকারী, তুমি ছাড়া কোন আরোগ্যদানকারী নেই। **(মাদানী পাঞ্জেসূরা, ২১৯ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সম্মিলিতভাবে পর্যবেক্ষণের পদ্ধতি

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (আখিরাতের বিষয়ে) এক মুহূর্তের জন্য চিন্তা ভাবনা করা ৬০ বছরের (নফল) ইবাদত থেকে উত্তম।

(জামিউস সগীর লিস সুয়ূতী, পৃষ্ঠা- ৩৬৫, হাদীস নং-৫৮৯৭)

আসুন! নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করার আগে "ভালো ভালো নিয়্যত" করে নিই।

১. **আল্লাহ পাকে**র সন্তুষ্টির জন্য নিজে নেক আমলের পুস্তিকা থেকে আজকের আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণ করবো এবং অপরকেও উৎসাহিত করবো।
২. যে সকল নেক আমলের উপর আমল হয়েছে, তার জন্য **আল্লাহ পাকে**র হামদ (শুকরিয়া আদায়) করবো।
৩. যার উপর আমল হয় নি, তার জন্য অনুতাপ এবং ভবিষ্যতে আমল করার চেষ্টা করবো।

৪. গুনাহ থেকে বিরতকারী কোনো নেক আমলের উপর (**আল্লাহ** না করুক) আমল না হলে, তবে তাওবা ও ইস্তিগফার করার পাশাপাশি ভবিষ্যতে গুনাহ না করার সংকল্প করবো।

৫. বিনা প্রয়োজনে নিজের নেকী (যেমন; অমুক অমুক বা এতগুলো নেক কাজের উপর আমল করেছি) প্রকাশ করবো না।

৬. যে সকল নেক আমলের উপর পরে আমল করা যাবে (যেমন; আজ ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পড়া হয়নি) তবে পরে অথবা কাল আমল করবো।

৭. নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করার মূল লক্ষ্য (যেমন; খোদাভীতি, তাকওয়া, চারিত্রিক শুদ্ধতা, মাদানী কাজের উন্নতি ইত্যাদি) অর্জন করার চেষ্টা করবো।

৮. আগামীকালও নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ (অর্থাৎ আখিরাতের বিষয়ে চিন্তা ভাবনা) করবো।

৯. যেনোতেনো ভাবে ছক পূরণ নয় বরং চিন্তা ভাবনা করে নেক আমলের পুস্তিকা পূরণ করবো।

আজ যে সকল নেক আমলের উপর আমল করার সৌভাগ্য অর্জিত হলো, তার নিচে দেওয়া ছকে ঠিক (অর্থাৎ উল্টো ঠিক চিহ্ন) (✓) এবং আমল না হওয়া অবস্থায় (০) চিহ্ন দিন।

বিঃ দ্রঃ- নিজের নেক আমল পুস্তিকার উপর দৃষ্টি রেখেই আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষন করুন।

দৈনিক ৫৬টি নেক আমল:

১. ভালো ভালো নিয়্যত কি করেছি? ২. পাঁচ ওয়াক্ত নামায জামাআত সহকারে কি আদায় করেছি? ৩. প্রত্যেক নামাযের পূর্বে কি নামাযের দাওয়াত দিয়েছি? ৪. সূরা মূলক কি পাঠ করেছি? ৫. প্রত্যেক নামাযের পর আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস এবং তাসবীহে ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কি পাঠ করেছি?

৬. কানযুল ঈমান থেকে তিন আয়াত বা সীরাতুল জিনান থেকে ২ পৃষ্ঠা অনুবাদ ও তাফসীর পাঠ করেছি বা শুনে নিয়েছি? ৭. শাজারা শরীফ হতে ওয়াযীফা পাঠ করেছি? ৮. ৩১৩ বার দরূদ শরীফ পাঠ করেছি? ৯. চোখকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১০. কানকে গুনাহ থেকে বাঁচিয়েছি? ১১. অহেতুক দৃষ্টি দেওয়া থেকে বিরত থেকে পথ চলতে দৃষ্টিকে নত রেখেছি? ১২. মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব বা পুস্তিকা পাঠ করেছি? ১৩. আযান ও ইকামতের উত্তর দিয়েছি? ১৪. রাগের চিকিৎসা করেছি? ১৫. নিজের আমলের পর্যবেক্ষণ করেছি? ১৬. নিজের নিগরানের আনুগত্য করেছি? ১৭. আপনি, জি হ্যাঁ- বলে কথা বলেছি? ১৮. প্রাপ্তবয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় পড়েছি বা পড়িয়েছি? ১৯. ইশার জামাআতের দুই ঘণ্টার মধ্যে ঘরে পৌঁছে গেছি? ২০. দ্বীনি কাজে দুই ঘণ্টা সময় ব্যয় করেছি? ২১. ফজরের জন্য জাগিয়েছি? ২২. অন্যের ঘরে কি উঁকি দিয়েছি? ২৩. ঘরে কি দরস দিয়েছি? ২৪. মসজিদ দরস দিয়েছি বা শুনেছি? ২৫. সুন্নাত অনুযায়ী কি পোশাক পরিধান করেছি? ২৬. মাথার চুল রাখার সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ২৭. এক মুষ্টি দাড়ি রাখা হয়েছে? ২৮. গুনাহ হয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে সাথে সাথে কি তাওবা করেছি? ২৯. সুন্নাত অনুযায়ী কি খাবার খেয়েছি? ৩০. মুসলমানদেরকে সালাম দিয়েছি? ৩১. কিছু না কিছু সুন্নাতের উপর আমল হয়েছে? ৩২. যোহরের আগের সুন্নাত কি ফরযের আগে আদায় করেছি? ৩৩. তাহাজ্জুদ বা সালাতুল লাইল পড়েছি? ৩৪. আওয়াবিন বা ইশরাক ও চাশতের নফল পড়েছি? ৩৫. আসর ও ইশার আগের সুন্নাত কি পড়েছি? ৩৬. ১২টি দ্বীনি কাজের মধ্যে কি একটি দ্বীনি কাজে উৎসাহ দিয়েছি? ৩৭. অন্যের কাছে চেয়ে জিনিস ব্যবহার করি নি তো? ৩৮. মিথ্যা, গীবত ও চুগলী করা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৩৯. কিছুক্ষণ কি মাদানী চ্যানেল দেখেছি? ৪০. ব্যক্তিগত বন্ধুত্ব করি নি তো? ৪১. সময় মতো ঋণ পরিশোধ কি করেছি? ৪২. বিনয়ের এমন শব্দ তো ব্যবহার করি নি যাতে মন সায় দেয় নি? ৪৩. পরিছন্নতা ও শিষ্টাচারের প্রতি সজাগ ছিলাম কি?

৪৪. মুসলমানের দোষত্রুটি কি গোপন করেছি? ৪৫. তাফসীর শোনা/ শোনানোর হালকায় অংশগ্রহণ করেছি? ৪৬. কিছু না কিছু জায়িয কাজের পূর্বে কি بِسْمِ الله পাঠ করেছি? ৪৭. চৌক দরস কি দিয়েছি বা শুনেছি? ৪৮. পিতামাতা ও পীর মুর্শিদকে ইসালে সাওয়াব করেছি? ৪৯. অপব্যয় করা থেকে কি বিরত থেকেছি? ৫০. ট্রাফিক আইন কি মেনে চলেছি? ৫১. সাংগঠনিক পদ্ধতিতে কি সমস্যার সমাধান করেছি? ৫২. মুখের গুনাহ থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৩. অহেতুক কথা থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৪. হাসি ঠাট্টা, বিদ্রুপ, মনে কষ্ট দেয়া এবং অট্টহাসি থেকে কি বিরত ছিলাম? ৫৫. পাগড়ি শরীফ কি বেঁধেছি? ৫৬. পিতামাতার আদব কি করেছি?

কুফলে মদীনার কার্যবিবরনী

✯ লিখে কথাবার্তা ১২ বার ✯ ইশারায় কথাবার্তা ১২ বার ✯ চেহারায় দৃষ্টি দেওয়া ছাড়া কথাবার্তা ১২ বার।

সাপ্তাহিক ৯টি নেক আমল

৫৭. ইসলামী বোনের সাপ্তাহিক ইজতিমায় কোনো না কোনো ইসলামী বোনকে ঘর থেকে পাঠিয়েছি? ৫৮. সাপ্তাহিক মাদানী মুযাকারা দেখেছি বা শুনেছি? ৫৯. সাপ্তাহিক ইজতিমায় প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কি অংশগ্রহণ হয়েছে? ৬০. ছুটির দিনের ইতিকাফের সৌভাগ্য কি হয়েছে? ৬১. অসুস্থ বা অসহায়কে সহানুভূতি জ্ঞাপন এবং কারো ইন্তিকালে সমবেদনা জ্ঞাপন কি করেছি? ৬২. সপ্তাহের যে কোন একদিন কি রোযা রেখেছি? ৬৩. সাপ্তাহিক পুস্তিকা কি পড়েছি বা শুনেছি? ৬৪. এলাকায়ী দাওরা কি করেছি? ৬৫. আগে আসতো এখন আসে না- এমন ইসলামী ভাইকে মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করার চেষ্টা কি করেছি?

মাসিক ৪টি নেক আমল

৬৬. নেক আমল পুস্তিকা জমা করেছি? ৬৭. তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৬৮. সুন্নি আলিম, ইমাম, মুয়াজ্জিন এবং খাদিমকে আর্থিক সাহায্যের খেদমত করেছি? ৬৯. কুফলে মদীনা দিবস কি পালন করেছি?

বার্ষিক ৩টি নেক আমল

৭০. টাইম টেবিল অনুযায়ী একমাসের মাদানী কাফেলায় সফর করেছি? ৭১. সারা জীবনের সিলেবাস অধ্যয়ন করেছি? ৭২. একত্রে ১২ মাসের মাদানী কাফেলা/ ১২ দ্বীনি কাজ কোর্স/ আমল সংশোধন কোর্স/ ফয়যানে নামায কোর্সের সৌভাগ্য কি অর্জিত হয়েছে?

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দোয়া

হে **আল্লাহ!** যে ব্যক্তি সত্য অন্তরে, একাগ্রচিত্তে নেক আমলের উপর আমল করে প্রতিদিন আখিরাতের বিষয়ে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে নেক আমল পুস্তিকা পূরণ করে এবং প্রতি ইসলামী মাসের প্রথম তারিখে নিজের এলাকার যিম্মাদারকে জমা করিয়ে দেয়, তাকে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যু দিও না, যতক্ষণ না সে কালিমা পাঠ করে নেয়। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد